Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-II, published on April 2023, Page No. 141 – 144
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষিতে মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' : একটি পর্যালোচনা

জয়দেব সিংহ
গবেষক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : ijoydevsingha@gmail.com

Keyword
মহাশ্বেতা দেবী, নকশালবাদ, অসহিষ্ণুতা, দারিদ্র্য, সমাজ ব্যবস্থা।

Abstract
ভারতবর্ষের খ্যাতিসম্পন্ন সাহিত্যিক সত্তা 'কর্মী-লেখক' (activist writer) মহাশ্বেতা দেবী। যাকে বিচার করতে গেলে সমকালীন রাজনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক পরিপ্রেক্ষিতের বিচার ও বিশ্লেষণ অনিবার্য হয়ে পড়ে। কারণ সমাজ ও রাজনীতির এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার আবর্তে তাঁর নিজস্ব জীবনদর্শনটি গড়ে উঠেছে। সমাজ সচেতন কথাশিল্পী বলেই তাঁর লেখালেখিতে ফুটে উঠেছে কৃষক থেকে তেভাগা ও নকশাল আন্দোলনের মতো গণমুক্তির লড়াই। সাধারণ আদিবাসী জনজাতির অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে থেকেছেন সচেষ্ট। ফলে রচিত হয়েছে রাজনীতি আশ্রিত ও আদিবাসীকেন্দ্রিক উপন্যাস। কিছু আলোচিত উপন্যাস লেখেন, 'আঁধার মানিক', 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু', 'হাজার চুরাশির মা'। 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসে রাজনীতি এসেছে পূর্ণ অবয়বে, যেখানে রাজনীতির অন্ধকার দিকগুলিকে তিনি উপন্যাসের শৈলীতে তুলে এনেছেন। কল্পনার সঙ্গে সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। ফলে উপন্যাস হয়ে উঠেছে উপভোগ্য সেইসঙ্গে সাব-অলটার্ন হিস্ট্রির দরকারি দালিলিক শিল্পকর্ম। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সাহিত্য ও দর্শনের নতুন দিক উন্মোচিত হয়।

Discussion
ভারতবর্ষের জনমানুষের মধ্যে প্রথম রাজনৈতিক সচেতনতা ও স্বাধিকারবোধ জেগে ওঠে ব্রিটিশ শাসনকাল থেকে। স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে স্বাধিকার লাভের প্রথম সশস্ত্র লড়াই নকশাল আন্দোলন। এই নকশাল শব্দটি পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং জেলার নকশাল বাড়ি গ্রাম থেকে উদ্ভূত। ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে তরাই অঞ্চলের নকশাল বাড়ি এলাকায় যে সংঘবদ্ধ কৃষক আন্দোলন হয়েছিল, তা ভারতবর্ষের ইতিহাসে নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে পরিচিত। পরবর্তীতে এই আন্দোলনের আগুন ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মত পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম থেকে শহর সর্বত্র।

এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে শ্রীকাকুলাম, মুসাহারি, লখিমপুর, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশের নানা স্থানেও এই আন্দোলনের ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে-

> "নকশালবাড়ি শুধু একটি এলাকার নাম নয়, একটি রাজনীতির প্রতীক। ভারতের কমিউনিস্ট আন্দোলনের এক যুগসন্ধিক্ষণে এই নাম একটি রাজনীতির সমার্থক হিসাবে ছড়িয়ে পড়েছিল, এদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশের মাটিতেও। ...নকশালবাড়ি সংগ্রামের ইতিহাস প্রকৃতপক্ষে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির দুই ধারার- অর্থাৎ, বিপ্লবী ও সংশোধনবাদী ধারার মধ্যে সংগ্রামের ইতিহাস।"[১]

১৯৬৭ সালের ২৪শে মার্চ একজন অংশীদারি কৃষককে অবৈধভাবে উচ্ছেদ করে তার জমি দখল করে ভূমি মালিকশ্রেণি তার সর্বস্ব দখল করে নির্মম ভাবে অত্যাচার করলে মারা যায়। ফলে জমিদারের শোষণের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ হয়ে সমগ্র কৃষকশ্রেণি বিদ্রোহের ডাক দেয়। যদিও ১৯৬৭ সালের দুবছর পূর্বেই এই শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদীর সদস্যরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী ছিল যে এই শোষক শ্রেণির বিরুদ্ধে একটা ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম তৈরি হবে। যার ফলে প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্ভব হবে। এই আন্দোলনকে, সংগঠিত পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছাতে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তারা হলেন দ্বিধাবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির একাংশ- চারু মজুমদার, কানু সান্যাল, জঙ্গল সাঁওতাল এর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা সিপিআই (এম-এল)। এদের বিশ্বাস ছিল 'সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে ক্ষমতায় আরোহন করা এবং কৃষক বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল।

নকশাল আন্দোলন শুধুমাত্র কৃষক, খেতমজুর ও বর্গাচাষিদের অধিকার আদায়ের আন্দোলন ছিন না, এ আন্দোলনে ছাত্র যুবক বুদ্ধিজীবীদের একটা বিরাট অংশও যোগদান করেছিল। এ আন্দোলন দমনে সরকার প্রশাসন ও পুলিশের অত্যাচার চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যার ফলস্বরূপ নকশাল আন্দোলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবু নকশাল আন্দোলন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সমকালে নকশাল আন্দোলন বুদ্ধিজীবীদের গণমুখী সাহিত্য চেতনায় ভাবিয়ে তুলল। তার ফলে শুরু হল সাহিত্যে কৃষক-শ্রমিক মজুরদের চিন্তা-সংগ্রামকে সাহিত্যের আঙিনায় ফুটিয়ে তোলা। গণ জাগরণের ঢেউ আছড়ে পড়ল সাহিত্য-শিল্পে। সৃষ্টি হল কালজয়ী গল্প- উপন্যাস-নাটক-গান-চলচ্চিত্র। যা অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ সংগ্রামের স্বাক্ষর বহন করে চলেছে আজও। ফলে আমরা পেলাম সমরেশ বসুর 'মহাকালের রথের ঘোড়া', 'শেকল ছেঁড়া হাতের খোঁজে', 'ওদের বলতে দাও', 'মানুষ শক্তির উৎস', 'গন্তব্য', গুণময় মান্নার 'শালবনী', অশোককুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আটটা-ন'টার সূর্য', স্বর্ণ মিত্রের 'গ্রামে চলো', অসীম রায়ের 'অসংলগ্ন কাব্য', বিমল মিত্রের 'রাগ ভৈরব', 'জন-গণ-মন', কিন্নর রায়ের 'মৃত্যুকুসুম', গজেন্দ্র কুমার মিত্রের 'বন্ধুমেধ', শঙ্কর বসুর 'কমুনিস', প্রভৃতি নকশাল আন্দোলনের পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিত নিয়ে লেখা জ্বলন্ত সময়ের দলিল। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও মহাশ্বেতা দেবীর 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪) একটি অন্যতম শক্তিশালী উপন্যাস। এই উপন্যাসটিকে তাঁর সাহিত্য জীবনের অন্যতম বাঁক পরিবর্তনের সূচনা বলে মনে করা হয়। এ সময় তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সাহিত্য ও দর্শনের নতুন সত্ত্বার প্রকাশ ঘটে।

বাংলা সাহিত্যে মহাশ্বেতা দেবী যতটা আলোচিত, ঠিক ততটাই বিতর্কিত। তিনি পশ্চিমবাংলা তথা সমগ্র ভারতের বিশেষত আদিবাসী মেহনতি অধ্যুষিত অঞ্চলের সাধারণ মানুষের অধিকারের দাবি জানিয়ে প্রায় ছয় দশক নিষ্ঠুর বাস্তবতার বিরুদ্ধে কলম ধরে গিয়েছেন। এমনকি তিনি তাঁর লেখার মাধ্যমে কিভাবে আদিবাসী মেয়েদের শোষণ ও বঞ্চনার স্বীকার হতে হয়েছে সেটাও তুলে ধরেছেন। মহাশ্বেতা দেবী নকশাল আন্দোলনের পটভূমি হিসেবে উল্লেখ করেছেন-

> "অত্যাচার ও অন্যায়ের বিরুদ্ধেই নকশালবাড়ির কৃষকশ্রেণী একদিন সংগঠিত শক্তি নিয়ে বিদ্রোহের পক্ষে নামেন। সে-আন্দোলন একই প্রকারে বঞ্চিত-শোষিত কৃষককে অন্ধ্রে, কেরলে, তামিলনাড়ু, বিহার ও ওড়িশায় প্রেরণা জুগিয়েছিল নকশালবাড়ি আন্দোলন নামে যা অভিহিত, তাকে বহুনামে আখ্যাত করা হয়েছে, এবং সমগ্র ব্যাপারটির মুকাবিলা কীভাবে করা হয়েছে তা সকলেই জানেন। ঘটনাটিকে অতিবাম-বিচ্যুতি, কেতাবী ও অত্যুৎসাহী তরুণদের ফ্রাস্ট্রেশন, অন্যান্য শক্তি ও প্রসাদ পুষ্ঠ ব্যাপার, যাই বলা হোক না কেন কিছু সত্য থেকে যাচ্ছে। যে যে কারণ থেকে এ আন্দোলন উদ্ভূত তা অক্ষুণ্ণ আছে, ..."[২]

নকশাল আন্দোলন ও অভিঘাত মহাশ্বেতা দেবীর যে উপন্যাস গুলোতে পাওয়া যায় সেগুলো হল, 'হাজার চুরাশির মা' (১৯৭৪), 'অপারেশন? বসাই টুডু' (১৯৭৮), 'মাস্টার সাব' (১৯৭৯), 'বিশ-একুশ' (১৯৮৩), 'উনিশ নম্বর ধারার আসামী' (১৯৯৮)। এ-সকল উপন্যাসে সময় বা ইতিহাসকে তিনি দেখেছেন জনসমষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে, যা অবশ্যই উত্তরাধুনিক সাহিত্যচিন্তা ধারার অনুসারী। আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু 'হাজার চুরাশির মা' উপন্যাসটি, সেহেতু আমরা এই উপন্যাসের আলোচনার দিকেই অগ্রসর হব। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে মহাশ্বেতা দেবী কল্যাণ মৈত্রকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন-

> "...স্রেফ লিখে। হাজার চুরাশির মা লিখেছিলাম ওই সময়েই। উপন্যাসটা পড়লে বোঝা যাবে। আর ওই সময় আমি অসম্ভব ঘুরে বেড়াতে লাগলাম - তার একমাত্র কারণ ছিল এটাই। মনের একটা কষ্টকে চাপতে চেষ্টা করছি। হয়তো এটাই আমার জীবনে একটা টার্নিং পয়েন্ট। ওই সময় দিনে চোদ্দো-পনেরো ঘণ্টা কাজ করেছি। ... এদিকে আমি কোয়ালিটি রাইটিংয়ের দিকে মন দিলাম, অন্যদিকে আদিবাসীদের মধ্যে কাজ শুরু করলাম। এই দিকটা অবশ্যই আমার লেখাকে সমৃদ্ধ করতে শুরু করেছিল। একটা না দেখা ওয়ার্ল্ড, কেউ জানে না, বোঝে না। তার সমস্ত অনুভূতিগুলি ক্ষোভ - দুঃখগুলি আমার লেখার সঙ্গে খুব মিশে যাচ্ছিল।"[৩]

এ ভাবেই যেন মহাশ্বেতা দেবী স্বপ্রকৃতিতে প্রবেশ করেন।

হাজার চুরাশির মা উপন্যাসটি বহুল পঠিত ও চর্চিত। উপন্যাসটির মধ্যে দিয়ে তিনি নিম্নশ্রেণির মানুষের দুঃখ ও দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র সুজাতা। সমগ্র উপন্যাসে তাঁকে একজন কঠোর মানসিকতার নারী হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি রাজনৈতিক মত ও আদর্শে বিশ্বাসী। যে আদর্শকে বিশ্বাস করে অবস্থাপন্ন পরিবারের সন্তান ব্রতী আন্দোলনে জড়িয়ে পড়লে তাকে প্রাণ হারাতে হয়। উপন্যাসের কতকগুলো অসম্পূর্ণ গতিশীল লাইন সেই দামাল সময় পর্বকেই যেন আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে-

> "বন্দুকের নল থেকেই ... এই দশক মুক্তির দশক হতে চলেছে ... ঘৃণা করুন! চিহ্নিত করুন মধ্যপন্থীকে। ... কেননা জেলই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়।"[৪]

কিন্তু ব্রতী জানত না তার পরিচয় হয়ে দাঁড়াবে মুক্তির দশকে এক হাজার তিরাশি জনের মৃত্যুর পরে চুরাশি নাম্বরে। তিনতলার যে ঘরটিতে ব্রতী থাকত সেখানে উচ্চবিত্তের আভিজাত্যের কোনো চিহ্ন ব্রতী রাখেনি, পিতার অঢেল সম্পদ তাকে অহংকারী করে তোলেনি, বরং নকশালবাদী চেতনায় আমূল পরিবর্তনের জন্য সাংস্কৃতিক বিপ্লব করতে চায়। ব্রতীর ঘর সার্চ করে পুলিশ উদ্ধার করে নকশালদের শ্লোগানের নানা খসড়া। যা সত্তরের দশকের অতি পরিচিত সব শ্লোগান। মধ্যবিত্ত পরিবারের নানা ভণ্ডামির চিত্রও উঠে এসেছে এ উপন্যাসে। ব্রতী পরিবারে তার মায়ের অসম্মান, পিতার ব্যভিচারী জীবনযাপন, বোনের বেহায়াপনা, বড় ভাইয়ের নির্লিপ্তি - সবকিছু মিলে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন। বামপন্থী ভাবাদর্শে দীক্ষিত ব্রতী তার বিজনেসম্যান নারীলোলুপ বাবাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল -

> "দিব্যনাথ চ্যাটার্জি একক ব্যক্তি হিসেবে আমার শত্রু নন।
> তবে?
> উনি যে বস্তু ও মূল্যে বিশ্বাস করেন, সেগুলোতেও অন্য বহুজন বিশ্বাস করে। এই মূল্যবোধ যারা লালন করছে সেই শ্রেণীটাই আমার শত্রু। উনি সেই শ্রেণীরই একজন।"[৫]

পিতা প্রসঙ্গে পুত্রের এই মূল্যায়ন কোনো সহজাত সম্পর্কের পরিচায়ক হতে পারে না। ব্রতীর বাবা দিব্যনাথ নকশালদের ঘৃণা করেন। এমনকি ছেলের মুখাগ্নি পর্যন্তও তিনি করেননি। এমনকি নকশাল ছেলের পরিচয় যাতে খবরের কাগজে তার নামের সাথে জড়িয়ে না যায় সেজন্য খবরের কাগজে ব্রতীর নাম কাটানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। দিব্যনাথের এহেন আচরণে সুজাতা আরো হতাশ হয়ে পড়ে। এমনকি কাটাপুকুর মর্গে লাশ সনাক্ত করতে যেতে হয় সুজাতাকে -

> "দুলছে, সব দুলছে ঘুরছে-নড়ছে। শবদেহগুলো কে যেন নাচাচ্ছে। শবদেহ, শটিত শবদেহ সব। ধীমান – অমিত – দিব্যনাথ - মিঃ কাপাডিয়া – তুলি – টোনি – যিশুমিত্র – মলিমিত্র - মিসেস কাপাডিয়া – এই শবদেহ গুলো শটিত অস্তিত্ব নিয়ে পৃথিবীর সব কবিতার সব চিত্রকল্প – লালগোলাপ - সবুজ ঘাস - নিয়ন আলো-মায়ের হাসি - শিশুর কান্না - সব চিরকাল, অনন্তকাল ভোগ করে যাবে বলেই কি ব্রতী মরেছিল। ব্রতী...।"[৬]

ব্রতীর সঙ্গে শহীদ হয়েছে সমু-লালটু-পার্থ-বিজিত। ব্রতীর প্রেমিকা নন্দিনী পুলিশ হেফাজতে প্রায় অন্ধ হয়ে যায় এবং সলিটারি সেলে থেকে সে পুরোপুরি মানসিক বিপর্যস্ত। উপন্যাসে সেই উত্তাল সময়ের কিছু ছেঁড়া-ছেঁড়া ছবি এবং একগাদা বিকৃত অস্বাভাবিক চরিত্র আসলে অস্বাভাবিক এক মানসিকতার প্রতি প্রতিবাদের কোলাজ হয়ে উঠেছে।

তথ্যসূত্র :

১. ভট্টাচার্য, অমর, নকশালবাড়ি আন্দোলনের প্রামাণ্য তথ্য সংকলন, কলকাতা, নয়া ইশতেহার প্রকাশনী, ২০০২, পৃ. ৪০
২. দেবী, মহাশ্বেতা, ভূমিকা, অগ্নিগর্ভ, মহাশ্বেতা দেবী রচনাসমগ্র ৮, কলকাতা, দে'জ, ২০০৩, পৃ. ৩২৭
৩. মৈত্র, কল্যাণ, মহাশ্বেতা, এক অকথিত জীবন ও দর্শন নিয়ে আলাপচারিতায়, আমার সময়, সম্পাদক: বব রায়, কলকাতা, ২০০৯, পৃ. ১৮
৪. দেবী, মহাশ্বেতা, হাজার চুরাশির মা, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ২০১৪, পৃ. ১৯
৫. তদেব, পৃ. ১৭
৬.তদেব, পৃ. ১১২

গ্রন্থঋণ :

১. মহাশ্বেতা দেবী, হাজার চুরাশির মা, কলকাতা,করুণা প্রকাশনী, জানুয়ারী ২০১৪
২. আনিসুর রহমান, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাসে নিম্নবর্গের উলগুলান, কলকাতা অভিযান পাবলিশার্স, ফেব্রুয়ারি ২০১৫
৩. আনিসুর রহমান, নিম্নবর্গের ইতিহাস এবং প্রাক্-মহাশ্বেতা পর্বের বাংলা উপন্যাস, কলকাতা, অভিযান পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ২০১৫
৪. মহাশ্বেতা দেবী বিশেষ সংখ্যা, গল্পসরণি, ষোড়শ বর্ষ, বার্ষিক সংকলন, ১৪১৮
৫. নির্মল ঘোষ, নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য, কলকাতা, করুণা প্রকাশনী, ১৯৮২
৬. আজিজুল হক, নকশালবাড়ি: ত্রিশ বছর আগে ও পরে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২
৭. তপোধীর ভট্টাচার্য, 'মহাশ্বেতার আখ্যানবিশ্ব ইতিহাসের মনন' উপন্যাসের ভিন্নপাঠ কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪১২
৮. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫
৯. শামসুজ্জামান মিলকী, মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস: প্রসঙ্গ নকশাল আন্দোলন, জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস ভলিউম-১১, সংখ্যা-১, জানুয়ারি-জুন, ২০২১
১০. কুতুব আলি, https://www.targetsscbangla.com/mahasweta-devi